গ্রামকে শহরে রুপান্তর করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে-প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিল প্রতিটি গ্রামকে শহরে পরিণত করা হবে। গ্রামকে শহরে রুপান্তর করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এখন গ্রাম গুলোতে কাচা রাস্তা খুজে পাওয়া মুশকিল। দোর গোড়ায় চিকিৎসা সেবা, তথ্য প্রযুক্তি সেবা সহ প্রয়োজনীয় সকল সেবা এখন গ্রাম থেকেই পাচ্ছে জনগণ।

কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি কে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা মুজিবনগর মেহেরপুরের মানুষ। বাংলাদেশের যেকোন জায়গায় আমাদের পরিচয় দিতে গর্ব হয়।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে উন্নয়ন হচ্ছে না। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে।

মেহেরপুরের ভৈরব খনন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি নন্দন ভবন নির্মান, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নির্মান, মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত চার লেন সড়কের অনুমোদন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ তুলে ধরে জনগনকে সরকারের পাশে থাকার আহবান জানান ফরহাদ হোসেন এমপি।

এছাড়াও তিনি বলেন, ভৈরব নদের বাকি অংশ খনন করার কাজ ও মেহেরপুরে রেল সংযোগের কাজ দ্রুত শুরু হবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মেহেরপুরে আর কোন কাজ বাকি থাকবে না।

শুক্রবার বিকালে কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী মাস্টার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুর রব, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান

উদ্দিন চুন্ন, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আনারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহজামান, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরণ, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি আরিফুর রহমান, যুবলীগ নেতা সেলিম রেজা প্রমুখ।

মেপ্র/আরপি

দর্শনাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কঠোর নিরাপত্তা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনাকে পূনার্ঙ্গ থানা ঘোষনায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এর আগমন উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কঠোর নিরাপত্তা।

দর্শনা সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সকল অনুষ্ঠান, ইতিমধ্যে দর্শনা সরকারি কলেজ মাঠে জোরদার গতিতে চলছে প্যান্ডেল বানানোর কার্যক্রম, দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র সাজানো হয়েছে নানা রকম ফুলের গাছে।

নতুন রং করা হয়েছে দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে। এবং দর্শনার প্রধান প্রধান স্থানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এর আগমন উপলক্ষে রাজনৈতিকদলের বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন ও বড় বড় গেইট স্থাপন করা হয়েছে।

আর এদিকে ব্যস্ত সময় পার করছেন দর্শনার দায়িত্বরত সকল পুলিশ সদস্য, অনুষ্ঠানে যাতে কোন বাঁধা না আশে এজন্য নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা, দর্শনার মেইন মেইন পয়েন্টে চেকপোস্ট তৈরি করে চেক করা হচ্ছে সকলকে।

এ বিষয়ে দর্শনা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ (ইন্সপেক্টর) মাহাবুবুর রহমান এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এর আগমন উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কঠোর নিরাপত্তা, আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি, আশা করি সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পালিত হবে।

তবে দর্শনা বাসীর বহুদিনের সপ্ন দর্শনা থানা ঘোষণা করায়, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চুয়াডাঙ্গা- ০২ আসনের এমপি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে দর্শনাবাসী।

মেপ্র/আরপি

প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া মন্ত্রীত্ব আমার কাছে একটি আমানত- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন,বাংলাদেশের ভিতর যে জায়গাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন জায়গা। সেই জায়গা পরিচালনা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে প্রতিমন্ত্রী করেছেন। আমাকে বিশ্বাস করে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের এই গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব দিয়েছেন।

আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া মন্ত্রীত্ব আমার কাছে একটি আমানত। আমি আমার আমানত রক্ষার্থে, প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস ধরে রাখতে ও মেহেরপুরের মুখ উজ্জল করার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করি আপনাদের চাওয়া, ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস আমি কখনো ক্ষুন্ন হতে দিবনা।

বৃহস্প্রতিবার বিকালে মুজিবনগরের বল্লভপুর খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে গনসংবর্ধনা ও সমাবেশে

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন,বাংলাদেশের ভিতর মেহেরপুরের এই ঐতিহাসিক মুজিবনগর একটি সম্মানজনক জায়গা। আর এই জায়গা উন্নয়নের জন্য আপনার জেলা থেকে একজন প্রতিমন্ত্রী দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।মুজিবনগরের জন্য ইতিমধ্যে অনেক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সেগুলোর কাজ সব আস্তে আস্তে করা হবে।
আগামী ২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যেমআয়ের দেশে পরিনিত হবে।

বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মধুর সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আয়ূব হোসেন।মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, সাধারন সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম। এ সময় আওয়ামীলীগের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিমন্ত্রীকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন তাঁতীলীগের আহবায়ক কমিটি ঘোষনা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন তাঁতীলীগের আহবায়ক কমিটি ঘোষনা করেছে মেহেরপুর জেলা কমিটি।

জেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক নুর ইসলাম ও সদস্য সচিব জুয়েল রানা সাক্ষরিত এক বিঙ্গপ্তির মাধ্যেমে ৩ মাসের জন্য এ কমিটির ঘোষনা দেন। কমিটিতে জেলা পরিষদের সদস্য শাহীন উদ্দীনকে আহব্বায়ক ও রেজাউল হককে যুগ্ম আহব্বায়ক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

এর আগে একই মঞ্চে কমিটি গঠন ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি

উপলক্ষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আয়োজনে রাজধানী পিকনিক কর্নারে বুধবার বিকালে কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক নুর ইসলাম।

মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক প্রবীর শেখ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর থানা তাঁতীলীগের আহবায়ক মাহ্ফুজুর রহমান,মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের যুগ্ম আহবায়ক আশাদুল হক বীর।

মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের সদস্য সচিব আঙ্গুর গাজীর সঞ্চলনায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তাঁতীলীগের সদস্য সচিব জুয়েল রানা। এর আগে সকল অতিথি বৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মুজিবনগরে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক

সরকারের সাফল্য ও জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে মুজিবনগর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী পত্নী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম খাতুনের সভিপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাশিরা পলী, সাধারণ সম্পাদক রুতশোভা মন্ডল।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তোকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি শিমুল রেজা প্রমুখ।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরের পিরোজপুরে আ’লীগের দু-গ্রুপের সংঘর্ষ- আহত ২, আটক

- ৪ (আপডেট)

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি সভায় আ’লীগের দু-গ্রপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সোমবার সন্ধার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বিশ্বাস আহত হয়। পরে সদর থানার ওসি শাহ দারা খান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

এ সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে বন্যা নামের আরও এক মেয়ে আহত হয়। আহত বন্যাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন কে পিরোজপুর আ’লীগ কতৃক সংবর্ধনা দেওয়া হবে৷ এ নিয়ে আজ প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়৷ স্থানীয় কিছু নেতা কর্মিকে বাদ দিয়ে সভার আয়োজন করা হয়৷ এ নিয়ে পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি হয়। পরে দু-পক্ষের মাঝে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বেধে যায়। দেশিও অস্ত্র নিয়ে দুদিকে দু-পক্ষ অবস্থান করে।

পরে পুলিশ গিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সেই সাথে চার জনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

আটকৃতরা হলেন, পিরোজপুর গ্রামের দবির বিশ্বাসের ছেলে মিজানুর রহমান (৩৪), আজহার বিশ্বাসের ছেলে লালন বিশ্বাস (২৪), মৃত নেদু

বিশ্বাসের ছেলে বাবলু বিশ্বাস(৪২), মাদার বিশ্বাসের ছেলে সোহেল বিশ্বাস (২৭)

এ বিষয়ে পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বিশ্বাস জানান, প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন কে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি সভা করছিলাম।

এমন সময় কিছু হাইব্রিড আওয়ামীলীগ নেতা আমার উপর চড়াও হয়। আমাকে জুয়েল, জিয়া, লালন, সাধন সহ বেশ কয়েক জন অতর্কিত ভাবে মারধর শুরু করে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম বাবলু বিশ্বাস জানান, দুই গ্রুপের মধ্যে পূর্ব শত্রুতা ছিল। তারই জের ধরে আজ প্রস্তুতি সভায় নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, মারামারির ঘটনা জানতে পেরে আমরা সাথে সাথে ঘটনাস্থলে যায়। দু-পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দিই। সেই সাথে চারজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত। তবে পরবর্তীতে যাতে কোন ধরনের অঘটন না ঘটে সেজন্য পুলিশ ঘটনাস্থলে অবস্থান করছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ নেতা বাবলু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

 [redacted]

নিবেন না।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ বলেন, বাবলু বিশ^◌াসের নাম উচ্চারণ করতেই ঘৃণা লাগে। অবিলম্বে তাকে জেলা আওয়ামী লীগের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। বাবলু বিশ্বাসের বাবা ছিলেন একজন অস্ত্রধারী রাজাকার।

সাবেক উপজেলা কমান্ডার আবুল কাশেম বলেন, বাবলু বিশ্বাস মরহুম ছহিউদ্দিনের জামাই ভাবতে লজ্জা হয়। তিনি কিভাবে রাজাকারের ছেলের সাথে তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনকে উদ্দেশ্যে করে তিনি বলেন, পারিবারিক মন্ত্রী না হয়ে মেহেরপুরের মানুষের মন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করেন।

তিনি আরো বলেন, প্রশাসনের অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখলে নাক শিটকান। চরিত্র বদল করেন। নচেৎ আপনাদের বিরুদ্ধেও মাঠে নামবো। শেখ হাসিনা আমাদের অভিভাবক তার কাছে অভিযোগ দিতে একটুও সময় লাগবে না। আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম বলেই আপনি সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছেন।
খাজা নাজিম উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, রাজাকার স্বাধীনতা বিরোধীদের আওয়ামী লীগের কোন জায়গা নাই। এটা শেখ হাসিনার কথা। সেই হিসেবে বাবলু বিশ্বাসের বহিস্কার এখনই করতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলীর কুলখানী ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস তার বক্তব্যে তিন জন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারকে চোর ও অশ্রাব্য ভাষায় কটুক্তি করেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিবাদ করে সেই অনুষ্ঠানের খাবার না খেয়ে অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ করেন।

মেপ্র/ইএম

মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে কুড়ালগাছিতে প্রস্তুতি সভা

মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউপি চেয়ারম্যান শাহ এনামুল কবির ইনু । প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহার।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন যথাক্রমে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক জনাব ছরোয়ার হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা পুলিঁশ ফাড়ির ইনচার্জ এস আই সাইফুল ইসলাম ও ফুলবাড়ি, ঠাকুপুর বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার সহ এলাকার শিক্ষা প্রতিস্ঠানের প্রধান শিক্ষকগন সুশীল সমাজ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের সকল নেতা কর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ইএম

গাংনী মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়িতে প্রতিমন্ত্রী পত্মী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিনের বাড়িতে গিয়ে শোকাহত পরিবারকে শান্তনা দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পত্নী ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে সংক্ষিপ্ত সময় নিয়ে তিনি শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মহিলা যুবলীগের পক্ষে থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবাইদুর রহমান, ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী যুব মহিলালীগের সভানেত্রী সামিউন বশিরা পলি, সাধারণ সম্পাদক রুত শোভা মন্ডল, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা মহিলা যুবলীগের সভানেত্রী লতিফননেছা লতা, মুজিবনগর উপজেলা মহিলা যুবলীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাবিব, জেলা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিমসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মি উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে যুবলীগ নেতা শাহাবুদ্দিনের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সদ্য প্রয়াত উপজেলা যুবলীগ নেতা ও গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীনের স্বামী মোঃ শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ এর মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার জুম্মা’র নামাজ শেষে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের বাসভবনে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন গাংনী দারুস সালাম জামে মসজিদের ইমাম মোঃ রুহুল আমীন।

দোয়া মাহফিল শুরুর আগে প্রয়াত শাহাবুদ্দিনের স্মরণে আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌরসভার চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা, জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পর্টির সাধারণ সম্পাদক আঃ হালিম সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মেপ্র/ইএম